ছাত্র ইউনিয়ন কি ও কেন?

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

ছাত্র ইউনিয়ন

'বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন' (Bangladesh Students' Union) একটি স্বাধীন ছাত্র সংগঠনের নাম। ভাষা আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ থেকে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা নিয়ে ১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল এর জন্ম। ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রদের এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ছাত্রস্বার্থ রক্ষা ও ছাত্রদের অধিকার আদায়কে অগ্রাধিকার দেয়। সকল শিক্ষার্থীর জন্য বৈষম্যহীন বিজ্ঞানভিত্তিক গণমুখী ও একই ধারার শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্যে ছাত্র ইউনিয়ন লড়ছে অবিরাম। ছাত্র ইউনিয়ন মনে করে যে শিক্ষা জীবনের সমস্যা সমাধান ও শিক্ষার্থীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সমাজ থেকে শোষণ-বৈষম্যের অবসান ঘটানো এবং তা নিশ্চিত করার জন্য সমাজতন্ত্রই সর্বোৎকৃষ্ট অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থা।
ছাত্র ইউনিয়ন কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন বা সহযোগী সংগঠন নয়। ছাত্র ইউনিয়ন ব্যতীত অধিকাংশ ছাত্র সংগঠন কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন বা সহযোগী সংগঠন। সহযোগী সংগঠনের চরিত্রও এখন অঙ্গ সংগঠনের মতো। এরা সকলেই এদের নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ও নেতা-নেত্রীদের নির্দেশের গ-ির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এরা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার নিয়ে ভাবনাকে কখনোই প্রাধান্য দেয় না। উল্টো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস, লুটপাট, ভর্তি বাণিজ্য, টে-ারবাজি, দখলদারিত্ব, খুন, ধর্ষণসহ নানাবিধ অপকর্ম করে শিক্ষা পরিবেশ বিনষ্ট করে। অপরদিকে ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র স্বার্থের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণ ছাত্র সংগঠন হিসেবে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

জন্ম কথা

বায়ান্ন'র মহান ভাষা আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কেনো ছাত্র সংগঠন সেসময় দেশে ছিল না। মুসলিম ছাত্রলীগ নামের যে সংগঠনটি তখন ছিল, সেটা ছিল নামে ও প্রবণতায় সাম্প্রদায়িক এবং বহুলাংশে আপসকামী। তারা ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল। ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব তাই স্বাভাবিকভাবেই চলে এসেছিল সচেতন ও প্রগতিবাদী ছাত্রদের হাতে। এই আন্দোলন শুধু ছাত্র সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, দেশের আপামর জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। সালাম, বরকত, রফিক, শফিক ও জব্বারের তাজা রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের প্রাণপ্রিয় বর্ণমালার মর্যাদা ও রক্তঝরা ২১ ফেব্রুয়ারি 'শহীদ দিবস'। ভাষা সংগ্রামের সফল উত্তোরণের পরে ভাষা সৈনিকরা উপলব্ধি করেছিলেন, রক্তেগড়া ঐতিহাসিক এই সংগ্রামকে যথাযোগ্য পরিণতিতে এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী, প্রগতিবাদী রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি গণ ছাত্র সংগঠন। তাই ভাষা সংগ্রামের সামনের সারির প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত প্রধান ছাত্র নেতৃবৃন্দ, যারা অনেকেই ছিলেন দেশভাগ পূর্ব ছাত্র ফেডারেশনের উত্তরসূরী, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-জেন্ডার-রজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে প্রগতিশীল কর্মসূচির ভিত্তিতে একতাবদ্ধ করতে পারে এমন একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল ঐক্য, শিক্ষা, শান্তি ও প্রগতি-এ চার মূলনীতিকে ভিত্তি করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মলগ্নে এই প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন কাজী আনোয়ারুল আজিম ও সৈয়দ আবদুস সাত্তার। এরপর ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে মোহাম্মদ সুলতান সভাপতি এবং মোহাম্মদ ইলয়াস সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনেই সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়।

ছাত্র-ছাত্রত্ব-ছাত্র ইউনিয়ন

শিক্ষা জীবনে একজন ছাত্রের মৌলিক কাজ হচ্ছে তার ছাত্রত্ব অর্থবহ ও পরিপূর্ণ করা। ছাত্রত্ব হলো− শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে তৈরি করা। যেন মানুষটি তার সমগ্র জীবনে সৎ, দেশপ্রেমিক, মানবিক গুণাবলির অধিকারী, প্রগতিশীল, আদর্শবান, যুক্তিনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় বহন করার সক্ষমতা অর্জন করে। কোনো সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা যেন তাকে স্পর্শ করতে না পারে। সময়ের কাজ যেন সময়ে করতে শেখে। বুঝে শুনে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করে। যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্কতার নিরিখে পথ চলতে সক্ষম হয়।
ছাত্র জীবনে একজন ছাত্রের মৌলিক কাজ হলো শিক্ষা অর্জন করা। শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে সমাজ, মানুষ, পৃথিবী, রাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি সংস্কৃতিসহ নানা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা। শুধু জ্ঞান অর্জন

করলেই হবে না, প্রয়োগের মাধ্যমে এ অর্জিত জ্ঞানের সাথে সমাজ, দেশ, দেশবাসী ও বিশ্ব সভ্যতা-বিশ্ব মানবতার যোগসূত্র তৈরি করতে হবে।

একজন ছাত্রকে অবশ্যই অন্যান্য ছাত্রদের সাথে যুক্ত হয়েই তার প্রকৃত শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ প্রতিষ্ঠা ও অধিকার আদায় করতে হবে। এজন্য সকলের মধ্যে সচেতনতা এবং একতা গড়ে তোলা অপরিহার্য। কিন্তু সেই সাথে নিজেকে উপযুক্তভাবে জ্ঞানসমৃদ্ধ ও সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। অন্যকে যুক্তিবান ও বিজ্ঞানমনস্ক করতে হলে প্রথমে নিজেকে যুক্তিবান ও বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সমাজটাকে পরিবর্তন করতে চাইলে নিজেকেও পরিবর্তন করতে হবে। বিপ্লব করতে চাইলে নিজেকেও বিপ্লবী হিসেবে তৈরি করতে হবে। আমি বা আমরা যা-ই করতে চাই না কেন তার জন্য মানুষের কাছে যেতে হবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে শিখতেও হবে।

ছাত্র ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে এই কাজগুলো যথার্থভাবে মেনে চলতে হয়। এই ধারায় উদ্বুদ্ধ একজন ছাত্রই কেবল ছাত্র ইউনিয়ন করার যোগ্যতা রাখে। ছাত্র ইউনিয়ন নিছক খাতায় নাম লেখানো ধরনের সংগঠন নয়। এই সংগঠন করতে হলে প্রথমত তাকে তার ছাত্রত্ব রক্ষা করতে হয়। তারপর সংগঠন সম্পর্কে বুঝতে হয়, জানতে হয়। ক্রমাগত সচেতনতা বাড়াতে হয়। শুধু তত্ত্ব চর্চা নয়, বাস্তব প্রয়োগ, সত্যিকার আন্দোলন-সংগ্রাম, ছাত্র সমাজ ও জনগণের মাঝে প্রত্যক্ষ কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নত জীবন দর্শন ও সামাজিক কর্মযজ্ঞের নিবেদিত প্রাণ কর্মী হয়ে ওঠার নিরন্তর প্রয়াস চালাতে হয়। প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোর সীমাবদ্ধ জ্ঞান অর্জন করলেই যেমন জ্ঞানী হওয়া যায় না তেমনি শুধু মাত্র ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিলে বা নাম লেখালেই প্রকৃত অর্থে ছাত্র ইউনিয়ন করা হয় না।

জাতীয় রাজনীতি ও ছাত্র ইউনিয়ন

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ক্ষমতার অপব্যবহারের রাজনীতি অথবা কোন রাজনৈতিক দল বা তাদের উপদলের লেজুড়বৃত্তি করে না। কিন্তু বাস্তব জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতায় ছাত্রসমাজ দেখতে পায় যে, তারা যে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, অবারিত ও সমৃদ্ধিশালী শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা জীবন চায়, তার পথে পদে পদে অন্তরায় সৃষ্টি করে রাখছে দেশের প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর লুটপাটতন্ত্রের অর্থনৈতিক-সামজিক ব্যবস্থা। আর সেই প্রতিক্রিয়াশীল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে লালন-পালন করে চলেছে দেশের বর্তমান শাসক-শোষক শ্রেণি।

সাম্প্রদায়িকতা, স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা, মুক্তবাজারের নামে লুটপাটতন্ত্র, বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-আগ্রাসন ইত্যাদির ফলে ছাত্রসমাজের প্রত্যাশা ও সুন্দর স্বপ্নগুলো প্রতিনিয়ত নানাভাবে বিনষ্ট হচ্ছে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার আমূল রূপান্তর ও বর্তমান শাসক-শোষক শ্রেণিকে পরাভূত না করতে পারলে ছাত্র সমাজ তার বহু আকাঙ্খিত শিক্ষা জীবন নিশ্চিত করতে পারবে না।

অন্যদিকে, দেশবাসীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ছাত্রসমাজ জাতীয় সমস্যাবলী থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না। ছাত্রসমাজ সমগ্র জনগণেরই একটি অসাম্প্রদায়িকতা, সমাজ ও অর্থনীতির প্রগতিশীল বিকাশ, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের আগ্রাসী আধিপত্য থেকে মুক্তি, বৈষম্য ও শোষণের অবসান, প্রকৃতি ও পরিবেশের বিপর্যয় রোধ, বিশ্ব শান্তি-জাতীয় মুক্তির স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক সংহতি– এসব কোনো বিষয়ই ছাত্রসমাজের বিবেচনা বহির্ভূত বিষয় হতে পারে না। অনেকের মধ্যে এরকম ভূল ধারণা হতে পারে যে ছাত্ররা শুধু লেখাপড়া করবে। দেশ-দুনিয়া নিয়ে ভাবার কোনো প্রয়োজন তাদের নেই, কেননা এগুলো তাদের শিক্ষাজীবনের সাথে জড়িত নয়। কিন্তু এরকম ধারণা সঠিক নয়। একটা ছোট উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক, পাটকল বন্ধ হয়ে গেছে। তাই এর প্রতিবাদ করা এবং প্রতিবাদে প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট করা ছাত্র হিসেবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই যুক্তিসংগত হয়ে ওঠে। যেসব ছাত্রের পরিবার পটকলের উপর নির্ভরশীল তাদের শিক্ষাজীবন তখন এর ফলে হুমকির মধ্যে পড়ে। এভাবেই অর্থনীতি-রাজনীতিসহ জাতীয় আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী অবিচ্ছেদ্যভাবে ছাত্রসমাজের সামগ্রিক স্বার্থ ও মননে জায়গা করে নেয়। এজন্যই তোমাকে ও সমগ্র ছাত্র সমাজকে জাতীয়-আন্তর্জাতিক নান মৌলক ও ছোট-বড় বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়াটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কিন্তু এটা হলো 'রাজনীতি'। এটা 'দলবাজি' বা রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি না। ছাত্রসমাজের কোন ধরনের রাজনীতি করা উচিত সেটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা অনেক রকম রাজনীতি দেখতে পাই। লুটপাটের রাজনীতি, খুন-ধর্ষণের রাজনীতি, অস্ত্রবাজি-টেন্ডারবাজি-চাঁদাবাজির রাজনীতি,

নেতা-নেত্রীর নামে শ্লোগানের রাজনীতি, ধর্মান্ধ-মৌলবাদী রাজনীতি ইত্যাদি। ছাত্র ইউনিয়ন রাজনীতির নামে চলতি হাওয়ার এই অপরাজনীতির সাথে মোটেই সম্পৃক্ত নয়। এসবকে সে ঘৃণা করে, প্রত্যাখ্যান করে।
আরেক ধরনের রাজনীতি হলো আদর্শ, দেশপ্রেম, ত্যাগের রাজনীতি। ছাত্র ইউনিয়ন সেই রাজনীতির সাথে যুক্ত যেখানে বৃহত্তর ছাত্রসমাজের মৌলিক স্বার্থের পাশাপাশি এদেশের গরীব দুঃখী-মেহনতি মানুষের সার্বিক অধিকার ও মুক্তির পথনির্দেশ রয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র ইউনিয়ন যেমন অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানভিত্তিক, বৈষম্যহীন, গণমুখী ও একই ধারার শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন চায় তেমনি জাতীয় রাজনীতি ও অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থায় শোষণ-বৈষম্যহীন সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা হল ঐক্যবদ্ধ সচেতন লড়াই-সংগ্রাম ছাড়া কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এ লড়াই সমগ্র ছাত্র সমাজের, তোমার আমার সকলের। এ লড়াই সুন্দর সমাজের জন্য, মানুষ-মানবতা-মনুষ্যত্বের জন্য ও সাম্যের পৃথিবী গড়ার জন্য। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব-কর্তব্য এড়ানো কোনো সচেতন-যুক্তিবাদী ছাত্র-ছাত্রীর, কোন মানুষের কাজ নয়।

ছাত্র ইউনিয়নের মূলনীতি

১। ঐক্য ২। শিক্ষা ৩। শান্তি ৪। প্রগতি

১। ঐক্য : বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে যে, ছাত্রসমাজের মধ্যে ঐক্যই সবচাইতে বড় শক্তি এবং একটি ন্যূনতম গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল কর্মসূচির ভিত্তিতে ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য এবং একটি মাত্র সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব। ব্যাপক ঐক্যের স্বার্থে কাজ করে যাওয়া ছাত্র ইউনিয়নের মূল লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল একটি কর্মসূচির ভিত্তিতে বাংলাদেশের সব ছাত্র-ছাত্রীর একটি মাত্র গণ ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সকল সময়ে প্রস্তুত এবং সেই লক্ষ্যে উদ্যোগী ও প্রয়াসী।

২। শিক্ষা : শিক্ষা জীবনের সমস্যা সংকটগুলো দূর করে দেশ ও জনগণের স্বার্থে একটি গতিশীল আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাই ছাত্র ইউনিয়নের মূল লক্ষ্য। ছাত্র ইউনিয়ন এমন শিক্ষা ব্যবস্থা চায় যেখানে শিশুকাল হতে একজন শিক্ষার্থী প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবতাবোধ, জাতীয় ঐতিহ্য, উন্নত জ্ঞান ও ধীশক্তি, প্রগতিবাদী ও বিশ্ব-মানবতাবাদী মানসিকতায় জাগ্রত হতে পারে। শিক্ষা পণ্য নয়, সুযোগ নয়, 'অধিকার', এই মৌলিক শ্লোগান নিয়ে ছাত্র ইউনিয়নের সংগ্রাম।

৩। শান্তি : ভারসাম্যহীন পৃথিবী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর হিংস্র থাবায় আক্রান্ত। পৃথিবীর দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে চলছে শোষণ, চলছে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। প্রতিদিন অগণিত মানুষ হচ্ছে শোষিত, হচ্ছে হত্যাযজ্ঞের শিকার। আমরা কেউই নিরাপদ নই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আজ বাংলাদেশের উপরেও তার আগ্রাসন-শোষণ বৃদ্ধির পাঁয়তারা করে চলেছে। দেশের অর্থনীতি-রাজনীতির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আর নগ্ন হস্তক্ষেপ বেড়েই চলেছে। এই লুণ্ঠনকারী, হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং সমগ্র মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আপসহীন লড়াই সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে।

৪। প্রগতি : সমাজ সভ্যতার সম্মুখমুখী অগ্রযাত্রাই হলো প্রগতি। মধ্যযুগীয় অন্ধকার কূপমু-কতায় ফিরে যাওয়া তো নয়ই, এমনকি চলতি হাওয়ায় গা ভাসিয়ে বিদ্যমান স্থিতাবস্থা টিকিয়ে রাখার দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ হলো প্রগতিবিরোধী। ক্রমাগতভাবে প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া ও এগিয়ে নেয়ার ব্রত নিয়ে কাজ করে চলেছে ছাত্র ইউনিয়ন। বিজ্ঞানমনস্কতার নিরিখে জীবনের সকল কাজ পরিচালনা করা প্রগতির আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনযাত্রার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে তাদেরকে পশ্চাৎপদতা, কু-প্রথা, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে বিজ্ঞানমনস্কতার দিকে, প্রগতির দিকে নিয়ে যেতে ছাত্র ইউনিয়ন নানা পন্থায় নানা প্রয়াস ও লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষার সংগ্রামে ছাত্র ইউনিয়ন

পাকিস্তান আমল থেকে এ পর্যন্ত যত সরকার এসেছে তারা যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে– তা সবই ছিল মূলথ বৈষম্যমূলক শিক্ষা সংকোচনের এবং দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ধারার। একমাত্র ১৯৭৪ সালে কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট ছিল কিছুটা ব্যতিক্রমী। প্রতিটি প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়ন

লড়াই করেছে। ১৯৬২ সালে আইয়ুব সরকারের শরীফ কমিশনের বিরুদ্ধে যে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিল ছাত্র ইউনিয়ন। এই রিপোর্টে অত্যন্ত নগ্নভাবে শিক্ষা সংকোচনের কথা বলা হয়। সরকারি শিক্ষাণীতি বাতিল ও সামরিক শাসন উচ্ছেদ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৭ সেপ্টেম্বর আইয়ুব প্রদত্ত শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে হরতাল ডাকা হয়। সেদিন পুলিশের গুলিতে শহীদ হন মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ। তারপরও ছাত্র ইউনিয়ন এ দেশের ছাত্র জনতাকে সঙ্গে নিয়ে আইয়ুব শাহীর বিরদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যায়।

১৯৮২ সালের ৭ নভেম্বর স্বৈরাচার এরশাদের শিক্ষামন্ত্রী ড. আব্দুল মজিদ খান অত্যন্ত নগ্নভাবে সাম্প্রদায়িক শিক্ষার প্রসার এবং সরকারি শিক্ষা সংকোচন নীতি অবলম্বন করে শিক্ষানীতি ঘোষণা করে। প্রথম শ্রেণি থেকেই বাংলার সঙ্গে আরবি এবং দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে ইংরেজি অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনটি ভাষা বাধ্যতামূলক করা হয়। এসএসসি কোর্স ১২ বছর, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব ও শিক্ষার ব্যয়ভার যারা ৫০% বহন করতে পারবে তাদের রেজাল্ট খারাপ হলেও উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন এই গণবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ছাত্র সমাজকে আন্দোলনের জন্য ঐক্যবদ্ধ করে।

১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি শিক্ষানীতি বাতিল ও সামরিক আইন প্রত্যাহার দাবিতে স্মরণকালের বৃহত্তর ছাত্র মিছিল হয়। সেদিন আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর ট্রাক উঠিয়ে দেয় এরশাদ সরকারের পুলিশ বাহিনী। শহীদ হয় দিপালী, কাঞ্চনসহ আরো অনেকে। এছাড়াও ৯৬'র আওয়ামী সরকারের শিক্ষা কমিশনের শিক্ষার পণ্যায়ন ও সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ জুড়ে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত্বশাসন ও শিক্ষার্থীর প্রতি ১০ হাজার টাকা বাৎসরিক ফি'র নীতিমালা করার বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২০০৪ সালে ছাত্র ইউনিয়ন প্রণীত একই ধারা, গণমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক ছাত্র সমাবেশ। সমাবেশে ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিকল্প শিক্ষানীতির খসড়া উপস্থাপন করা হয়। ২০০৪-২০০৫ সালে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চাই এই দাবিতে সমগ্র দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা হয়, ২০০৬ এ ইউ.জি.সি'র ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক দেয় ও 'একমুখী শিক্ষা'র নামে উদ্ভট শিক্ষাক্রম কর্মসূচি ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে রুখে দেওয়া সম্ভব হয়।

শুধু শিক্ষানীতির আন্দোলন নয়, শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন, ক্লাসরুম সংকট নিরসন, সেশন জট নিরসন, শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম নিশ্চিতকরণ, ক্লাস শুরুর পূর্বে এসেম্বলি, শিক্ষকদের জীবনমান উন্নতকরণ, স্বল্পমূল্যে শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিতরণ, বিজ্ঞান গবেষণাগার-কম্পিউটার ল্যাব নিশ্চিতকরণ, শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াসহ শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে। শিক্ষার অধিকার আদায়ে যে সংগঠনের ভূমিকা অগ্রগণ্য সেই ছাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম যে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে থাকে।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরম্নদ্ধে ছাত্র ইউনিয়ন

এ ভূ-খ- সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরু হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের ইন্ধনে। তাদের শাসন-শোষণ টিকিয়ে রাখার জন্যই তারা সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এ ভূ-খ-ের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আন্দোলনকে বিভক্ত করা ও তাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একসময় এ ভূ-খ- থেকে হাত গুটিয়ে চলে গেলেও তার সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আমাদের দেশসহ এ উপমহাদেশে এক ভয়ংকর মরণব্যাধি হিসেবে এখনো উপস্থিত। মৌলবাদ ফতোয়াবাজদের তা-বও সাম্প্রতিককালে সাংঘাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এদেশের বিবেকবান, অসাম্প্রদায়িক মুক্তমনের মানুষদেরকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জন্মলগ্ন থেকেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, ধর্ম-ব্যবসায়ী, উগ্র জঙ্গীবাদ ও ফতোয়াবাজদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করে আসছে। ষাটের দশকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী কর্মকা- ছাত্র ইউনিয়ন ছিলো অগ্রগণ্য। পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী যখন আমাদের অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে চড়াও হয়েছিলো, সারা বাংলায় নিষিদ্ধ করেছিল রবীন্দ্র সংগীত, ছাত্র ইউনিয়নই তখন শাসক গোষ্ঠীর চোখ রাঙ্গানি উপেক্ষা করে রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানমালা আয়োজনে অগ্রণী ভূমিকা পলন করে। সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্ব ও উগ্র সাম্প্রদায়িক এবং

শত্রুকে চিরতরে উৎখাত করার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু শাসক গোষ্ঠীর দুর্বলতা-ব্যর্থতা ও পরবর্তীতে '৭৫-এ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে এই প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক ধারা প্রতিভূ শক্তিই রাষ্ট্র ক্ষমতায় ফিরে আসে। তারপর থেকেই রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ মদদে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি এদেশে তাদের শক্তি সামর্থ্য আরো বৃদ্ধি করে চলছে। সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলো প্রচার করে যে, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তারা ধর্মীয় আইন ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু এদের বাস্তব জীবনে ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনো স্থান নাই। কারণ এ সকল ধুরন্ধর সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী রাজনীতিকরা নিজেদের স্বার্থলিপ্সায় ধর্মকে ব্যবহার করে থাকে। তারা ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। '৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে তারা লড়েছে। এসই তারা করেছে 'ইসলাম রক্ষার' মিথ্যা দুরভিসন্ধিমূলক অজুহাত তুলে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতে ইসলামীসহ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মের নামে বিভিন্ন ফতোয়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের কাফের আখ্যা দিয়ে সমগ্র বাঙ্গালি জাতিকে জারজ হিসাবে চিহ্নিত করে মুক্তিকামী ৩০ লক্ষ বাঙ্গালিকে হত্যায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছিল। ঐ বর্বর রাজনৈতিক শক্তি ৭১ এ বাঙ্গালি মা-বোনকে গণিমতের মাল আখ্যা দিয়ে নিজেরা ধর্ষণ করেছে এবং পাক হানাদার বাহিনীর হাতে ধর্ষণের জন্য তুলে দিয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির (৭১' পর্যন্ত ইসলামী ছাত্র সংঘ) তথাকথিত ইসলামী বিপ্লবের কথা বলে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীকে একের পর এক হত্যা করছে এবং মধ্যযুগীয় বর্বরতার মাধ্যমে এ পর্যন্ত শত শত ছাত্রের হাত, পায়ের রগ কেটে দিয়েছে, দিচ্ছে। ওরা আমাদের ছাত্র ইউনিয়নের বন্ধু শাহাদাৎকে রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় জবাই করে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে ছাত্র ইউনিয়নের স্কুল ছাত্রনেতা নতুনকে, হত্যা করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা তপনকে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঞ্জয় তলাপাত্রকে। এভাবেই ওরা ধর্মের নামে বহু প্রগতিশীল ছাত্রের জীবনকে অকালে কেড়ে নিয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে এসকল ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক অন্ধকারের বর্বর শক্তিকে কিভাবে চিরতরে প্রতিহত করা যায়। ছাত্র ইউনিয়ন মনে করে, ব্যাপক জনগণের বিশেষত শ্রমজীবী জনগণের সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ থেকে এসব অপশক্তিকে দূর করে দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল বাম শক্তির রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ও ক্ষমতা কাঠামোকে উৎপাটন করা সম্ভব। সে লক্ষ্যে ছাত্র সমাজকে সচেতন ও জাগরিত করে ছাত্র-জনতার সমবেত সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র ইউনিয়ন

বাংলাদেশে প্রথম যে ছাত্র সংগঠনটি পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে এবং বাঙ্গালির স্বাধিকারের দাবিতে আওয়াজ তোলে তা হলো ছাত্র ইউনিয়ন। প্রতিষ্ঠার পর প্রায় এক দশক কাল ধরে তাকে অনেকটা এককভাবেই ইস্যুতে সংগ্রাম করতে হয়েছে। ষাটের দশকে ছাত্রলীগ এ ইস্যুতে তার দোদুল্যমনতা অনেকটা পরিত্যাগ করে এবং বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হয়। ছাত্র ইউনিয়ন বাঙ্গালি জাতির স্বাধীকারের ইস্যুকে সত্যিকারভাবেই অর্থবহ করার জন্য তাকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ধারায় অগ্রসর করতে ভূমিকা রাখে। '৬৬ পরবর্তী সময়ে ছাত্র ইউনিয়ন সারা বাংলার মানুষকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। '৬৯'র গণঅভ্যুত্থানে বাংলার মানুষের জাগরণের অন্যতম রূপকার ছিল ছাত্র ইউনিয়ন। আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিশ্চিত করে তোলে আইয়ুব-মোনায়েম শাসনের চূড়ান্ত পরাজয়। তারপর থেকেই ছাত্র ইউনিয়ন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক প্রস্তুতির কাজ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নেয়। '৭১ এর ফেব্রুয়ারিতে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারসহ বাঙ্গালি জাতির পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি ছাত্র ইউনিয়নের ঘোষণাপত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মার্চে ছাত্র ইউনিয়ন শুরু করে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রত্যক্ষ প্রস্তুতি। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা ডামি রাইফেল কাঁধে ঢাকার রাস্তায় মহড়া দেয়। মহড়া শুরু হয় হাতে তৈরি গ্রেনেড দিয়ে। ২৫ মার্চ পূর্ববর্তী সময়ে ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা গ্রামে গ্রামে অস্থায়ী ট্রেনিং ক্যাম্প প্রস্তুত করে। এছাড়া হানাদার বাহিনীর আক্রমণের সাথে সাথে দেশের সর্বত্র রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড এবং প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলে নীল পতাকার অভিযাত্রীরা। ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়ন তার সর্বোচ্চ সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করে। সর্বত্র অসীম সাহস আর ত্যাগের পরিচয় বহন করে তারা। যুদ্ধে অসংখ্য নেতাকর্মী শহীদ হয়। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির সাথে মিলে গড়ে তোলে দেশের সর্ববৃহৎ গেরিলা বাহিনী। ২০ হাজার সদস্যের এ গেরিলা বাহিনী হাটে-মাঠে-

ঘাটে অপদস্থ করে তোলে হানাদার পাকিস্তান বাহিনী আর তার দোসর রাজাকার, শান্তিবাহিনী, আলবদর আর আলশামসদের। এছাড়াও সারা দেশের ১১টি সেক্টরের সাথে যুক্ত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অসংখ্য নেতাকর্মী। ঢাকার দুর্ধর্ষ 'ক্র্যাক প্লাটুন', বিভিন্ন সেক্টরের এফ. এফ বাহিনী, মেরিন গেরিলা বাহিনী প্রভৃতি ক্ষেত্রে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা সবচেয়ে সাহসী ও দক্ষ যোদ্ধার মর্যাদা অর্জন করে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় গেরিলাযুদ্ধে এবং সম্মুখ যুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়ন হয়ে ওঠে দুর্বার। এমনি এক সময়ে ১১ই নভেম্বর কুমিল্লার বেতিয়ারায় পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে হারিয়ে যান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতা নিজামউদ্দিন আজাদ, সিরাজুম মুনির সহ ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়ন গেরিলা বাহিনীর ৮ সদস্য। ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীসহ সারা বাংলার অসংখ্য প্রাণ আর সাড়ে সাত কোটি দেশবাসীর ত্যাগের বিনিময়ে, বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে যে বাংলাদেশের জন্ম হয় তা তার স্বপ্নসাধ বাস্তবায়নের পথে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। যে দুরন্ত স্বপ্ন আর সম্ভাবনা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিলো অল্প কিছুদিন পরেই তা মুখ থুবড়ে পড়ে তৎকালীন শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পরিচালিত স্বাধীনতা বিরোধীদের চক্রান্তে। তাই মুক্তিযুদ্ধের ধারায় দেশকে ফিরিয়ে এনে, স্বাধীনতার লাল সূর্যকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন এখনো পথ চলছে অবিরাম।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম

সাম্রাজ্যবাদীদের নগ্ন থাবা মুক্তিকামী স্বপ্নকে ধুলিস্যাৎ করে দিতে আজও তৎপর। এই জন্য তারা তথাকথিত 'মুক্তবাজারের' জালে আবদ্ধ করে, বহুজাতিক কোম্পানির মাধ্যমে, বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ-ডব্লিউ টি ও প্রভৃতি সংস্থাকে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক শোষণ পরিচালনা করে। বৈষম্য ও নির্ভরতা বাড়িয়ে তোলে। মার্কিন নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের মত দেশকে পদানত রাখতে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়, দেশে দেশে যুদ্ধ বাধায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্রষ্টা ছিলো এই সাম্রাজ্যবাদ যেখানে কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করা হয়।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জন্মলগ্ন থেকেই এই ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও চক্রান্তের বিরোধিতা করে আসছে। আমাদের দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব দূর করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে। দেশে দেশে পরিচালিত স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জনগণের মুক্তি সংগ্রামের পাশে ছাত্র ইউনিয়ন সবসময়ই দাঁড়িয়েছে। সেই কর্তব্যবোধ থেকেই ছাত্র ইউনিয়ন ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করে বাংলার মাটিতে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের অংশ হিসেবে ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিবাদ মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের সামনে পৌঁছলে পুলিশ মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মীর্জা কাদের ও মতিউল ইসলাম শহীদ হন। রাজধানীর তোপখানা রোডে মতিউল-কাদের ভাস্কর্য রয়েছে। সেই থেকে প্রতি বছর ১ জানুয়ারি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংহতি দিবস পালন করে আসছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। ২০০১ সালে ভিয়েতনাম সরকার শহীদ মতিউল-কাদেরকে সে দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করেছে। প্যালেস্টাইন, কঙ্গো, দক্ষিণ আফ্রিকা, মোজাম্বিক, এ্যাঙ্গোলা, কিউবা, নিকারাগুয়া, লাওস, কম্পুচিয়া, ইরাক, আফগানিস্থানসহ এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, দখলদারিত্ব ও যুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করেছে ছাত্র ইউনিয়ন। ঐ সব দেশের সাধারণ মুক্তিকামী মানুষের প্রতি সব সময়ই সংহতি প্রকাশ করে আসছে ছাত্র ইউনিয়ন। যুদ্ধ নয়, বিশ্ব শান্তিই ছাত্র ইউনিয়নের কাম্য।

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদ নিয়ে আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, জিয়াউর রহমান ও এরশাদ কয়েক দফা সামরিক শাসন জারি করেন। সকল সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়ন দুর্বার লড়াই করেছে, ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সামরিক স্বৈরাচারের নগ্ন হামলায় শহীদ হয়েছেন আমাদের অনেক বিপ্লবী বন্ধু। ১৯৮৬ সালের ৩০ মার্চ স্বৈরাচার এরশাদের লেলিয়ে দেয়া গু-ারা আমাদের সংগঠনের নেতা আসলামকে হত্যা করে। তবুও থেমে থাকেনি ছাত্র ইউনিয়ন তথা ছাত্রসমাজের আন্দোলন।

১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে। নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই সূচিত হয় আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে দুর্বার নিষিদ্ধ করে। নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই সূচিত হয় আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে দুর্বার

গণআন্দোলন। '৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া খান আবার সামরিক শাসন জারি করলে ছাত্র ইউনিয়ন ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়। '৭৫-এর বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকা-ের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করে ছাত্র ইউনিয়ন। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য জেল-জুলুম উপেক্ষা করে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৮২ সালে ২৪ মার্চ সামরিক শাসনজারি করে এরশাদ ক্ষমতা দখল করার পর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। ঘোষিত হয় ছাত্র সমাজের ঐতিহাসিক ১০ দফা কর্মসূচি। শুরু হয় সরকার পতনের আন্দোলন। ছাত্র ইউনিয়ন এ সময় ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের জন্য উদ্যোগী হয়। ছাত্র-জনতার অব্যাহত আন্দোলনে পতন ঘটে স্বৈরাচার এরশাদের। দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন পর্যন্ত ছাত্রসমাজের ১০ দফা দাবি উপেক্ষিত। আওয়ামী লীগ-বিএনপি কোন সরকারই তাদের ওয়াদা রাখেনি। তারা ছাত্রসমাজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ৯০ এর ছাত্র জনতার অভ্যুত্থান পরবর্তী সর্ববৃহৎ ছাত্র আন্দোলনের রূপ দেখা যায় ২০০৭ সালের ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সেনা সদস্য কর্তৃক ছাত্র নির্যাতনের ঘটনায়। ২১ আগস্ট সকাল থেকে সমগ্র দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলনের লেলিহান শিখা। জরুরি আইন উপেক্ষা করে চলে লাগাতার মিছিল-বিক্ষোভ-ধর্মঘট। পুলিশ সমগ্র দেশের বিভিন্ন থানায় ছাত্র-শিক্ষকসহ ৮৩ হাজার জনের বিরুদ্ধে মামলা করে। গ্রেফতার ও নির্যাতনের শিকার হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সভাপতি আন্দোলনের নেতা মানবেন্দ্র দেব, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মন্টি বৈষ্ণব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আবু সায়েম। দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতা দখলের হাতিয়ারে পরিণত হওয়া ছাত্র রাজনীতির নেতিবাচক ধারণার পরিবর্তন ঘটায় এই আন্দোলন।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন

বৃহৎ অর্থে একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক বলয় নির্মাণে ছাত্র ইউনিয়ন তার নিরলস সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। ছাত্র ইউনিয়ন মনে করে একটি প্রগতিশীল সংস্কৃতি বিনির্মাণের কাজটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় উপনীত হওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলো এজন্য সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রার উপর সবসময় আঘাত হানে। স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংস্কৃতি সংসদের জন্ম ১৯৫১ সালে প্রকাশ্যে নিছক সাংস্কৃতিক সংগঠন হলেও এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা। সংস্কৃতি সংসদের বর্তমান নাম 'সাংস্কৃতিক ইউনিয়ন'। সাংস্কৃতিক ইউনিয়নের লক্ষ্য ছাত্র সমাজ ও জনগণের মধ্যে ভোগবাদী সংস্কৃতির বিপরীতে একটি সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ। পাকিস্তান আমল সামরিক জান্তা যখন রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ করে, তখন ছাত্র ইউনিয়ন তার বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এই নিষেধাজ্ঞা রুখে দাঁড়ায়। ছাত্র ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালা। ছায়ানট, উদীচী প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিষ্ঠায়, রমনা বটমূলের অনুষ্ঠানসহ বাংলা নববর্ষের উদযাপনের ঐতিহ্য ও ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত করা প্রভৃতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ছাত্র ইউনিয়নের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এছাড়াও পাকিস্তান আমলে 'আমার সোনার বাংলা...' গানটিকে জনপ্রিয় করা এবং স্বাধীন বাংলাদেশে স্কুল-কলেজে জাতীয় সঙ্গীত প্রচার-প্রসারে ছাত্র ইউনিয়ন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। শহীদ মিনারের বর্তমান অঙ্গসজ্জার সূচনায়, 'অপরাজেয় বাংলা', 'সন্ত্রাসবিরোধী রাজু স্মারক ভাস্কর্য' এসব ছাত্র ইউনিয়নেরই ঐতিহাসিক কীর্তি। ২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ইউনিয়নের পরিবেশনা দেশবাসীকে ৭১'র মুক্তি সংগ্রামের মতই উদ্বেলিত করে। ভোগবাদী সংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহের বিপরীতে বাঙ্গালির এবং বাংলার শোষিত-বঞ্চিত সাধারণ মেহনতি মানুষের হাজার বছরের নিজস্ব সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রাখতে ছাত্র ইউনিয়নের সংগ্রাম আজো নিরন্তর।

সন্ত্রাসবিরোধী সংগ্রাম

জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নানা ধরনের আন্দোলন-সংগ্রামের পাশাপাশি 'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসবিরোধী' আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। যখনই কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কর্মকা- সংগঠিত হয়েছে তখনই ছাত্র ইউনিয়ন তা প্রতহত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। এমনই এক গৌরবের সময় ১৯৯২ সাল। ১৯৯২ সালের ১৩ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সন্ত্রাস রুখে দাঁড়াতে ছাত্র ইউনিয়ন তার তখনকার যুক্ত মোর্চা গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে

প্রতিবাদ মিছিল বের করে। ছাত্রলীগ ছাত্রদলের বন্দুকযুদ্ধে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা মিছিলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মঈন হোসেন রাজু শহীদ হন। রাজু'র স্মারক ভাস্কর্য অবস্থিত। রাজুর চেতনাকে ধারণ করে আজও এগিয়ে চলছে ছাত্র ইউনিয়ন। এছাড়াও রুবেল, নতুন, প্রোটন দাশগুপ্ত, সুজন মোল্লাসহ আরো অনেক ছাত্র ইউনিয়ন নেতাকর্মীই সন্ত্রাসীদের হাতে শহীদ হয়েছে।

শিক্ষা বাণিজ্য বিরোধী আন্দোলন

শিক্ষা কোনো পণ্য নয়, প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু বাংলাদেশ নামক ভূখ- প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে ও পরে শিক্ষা নিয়ে চলছে নানারকম ষড়যন্ত্র। 'শরীফ খান শিক্ষা কমিশন' থেকে 'মুনিরুজ্জামান মিয়া শিক্ষা কমিশন' পর্যন্ত সকল শিক্ষানীতিতেই শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে এসকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র গণ-আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে বারবার। ২০০৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষার এনজিওকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয় ছাত্র ইউনিয়ন। ২০১০'র অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে প্রণয়ন করা শিক্ষানীতি অতীতের ধারাবাহিকতায় শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের নীতিতে দুষ্ট। ছাত্র ইউনিয়ন শিক্ষানীতির বিপক্ষে তার অবস্থান ব্যক্ত করে। ২০১০'র জুন মাসে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফির উপর ২.৪ শতাংশ ভ্যাট সরকার কর্তৃক আরোপিত হলে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে শুরু হয় আন্দোলন। আন্দোলনের তীব্রতায় সরকার ভ্যাট প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ শতাংশ বেতন ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে সমগ্র দেশে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে আন্দোলন হয়। ২০১০ সালে সমগ্র বিশ্বের ৪৫টি দেশের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন করা হয়। এছাড়া ভর্তিফরমের মূল্য বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার, বাণিজ্যিক নাইট শিফট কোর্স চালু করার সকল প্রয়াস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের আন্দোলন সংগ্রামের মুখে প্রতিহত করা হয়েছে, হচ্ছে...)। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা বাণিজ্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর মধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ২৭/৪ ধারা বাতিলের দাবিতে বড় আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঐ আন্দোলনকে ঘিরে পুলিশ শিক্ষার্থী সংঘর্ষ হয় এবং সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতাকর্মীদের নামে মামলা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ধিত বেতন ফি প্রত্যাহার ও নাইটকোর্স বাতিলের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে হামলা চালায় পুলিশ ও ছাত্রলীগ। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা বাণিজ্য বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে ছাত্র ইউনিয়ন

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ৪৩ বছর ধরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ বিনির্মাণে আন্দোলন-সংগ্রাম করে চলেছে। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বাধীন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়নের রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা। ২০১৩ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী ঘাতক কসাই কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন রায় দেয় ট্রাইব্যুনাল। আপসকামিতা ও প্রহসনের এই রায়কে প্রত্যাখ্যান করে ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজ ও জনগণ প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নেমে আসে। রচিত হয় নব ইতিহাস। সারাদেশে এমনকি প্রবাসেও দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ, সৃষ্টি হয় গণজাগরণের। গণজাগরণ মঞ্চের দাবির প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আইন সংশোধিত হয়, যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি ও জামায়াত-শিবিরের রাজনীতিআইন করে নিষিদ্ধের দাবিসহ ৬ দফা দাবি ক্রমান্বয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ বিনির্মাণের দাবিতে পরিণত হয়। তারুণ্যের এই আন্দোলনে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, সৃষ্টি হয় গণজোয়ার। ঢাকাসহ সারাদেশে গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনকে সংগঠিত ও জোরালো করে সঠিক ধারায় পরিচালিত করতে ছাত্র ইউনিয়ন পালন করে ঐতিহাসিক ভূমিকা। আন্দোলনের এই ধারাকে অগ্রসর করার মধ্য দিয়ে বেগবান করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের মৌলবাদবিরোধী এবং শোষণহীন সমাজ বিনির্মাণের মুক্তির সংগ্রামকে।

নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন

অব্যাহত নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়নই প্রথম সংঘবদ্ধভাবে রাজপথে সোচ্চার হয়। ১৯৯৮ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলন, ২০০২ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল গুলোতে দখলের রাজ কায়েম করে ছাত্রদল, হল প্রশাসনের সহযোগিতায় ২৩ জুলাই শামসুন্নাহার হলে মধ্যেরাতে পুলিশ প্রবেশ করে ভয়ানক নির্যাতন চালায়। এ অসভ্য হামলার প্রতিবাদে ছাত্রসমাজ গর্জে উঠে। আন্দোলনকে সার্বিক রূপ দেবার লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'নির্যাতনবিরোধী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ'। ইভটিজিং-এর নামে যৌন হয়রানি বন্ধের দাবিতে দেশব্যাপী ২০১০ সালে আন্দোলন সংগঠিত হয়। এছাড়াও স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী সকল সময়ে জাতীয় সম্পদ রক্ষায় আন্দোলনসহ সকল ধরনের যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, ছাত্র স্বার্থের পক্ষের আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলন

জাতীয় সম্পদ রক্ষায় ছাত্রসমাজকে সচেতন করে তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-বন্দর-খনিজ সম্পদ রক্ষার জাতীয় কমিটির নেতৃত্বে ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করেছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। ২০০৯ সালে সমুদ্রের গ্যাস ব্লক ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে দেশজুড়ে বিক্ষোভ মিছিল, এশিয়া এনার্জির হাত থেকে ফুলবাড়ির কয়লা সম্পদ রক্ষায় ফুলবাড়ির জনগণের গণপ্রতিরোধের সাথে দেশব্যাপী প্রতিরোধ পর্ব রচনায় ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করে। ২০০২ সালে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তেল-গ্যাস সম্পদ রপ্তানি রুখতে ঢাকা-বিবিয়ানা লংমার্চ, ২০১১ সালে ঢাকা-সুনেত্র লংমার্চ, সুন্দরবন রক্ষায় রামপাল লং মার্চ সফল করতে ছাত্র ইউনিয়ন তার সর্বোচ্চ শক্তি সমাবেশ ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

বিশ্বের ছাত্র সমাজ ও ছাত্র ইউনিয়ন

সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো তাদের হীনস্বার্থ উদ্ধারের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির স্বাধীনতা, জাতীয় অধিকার, প্রগতি ও আত্মবিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন স্থানে তারা মানব সভ্যতাবিরোধী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আশ্রয় নেয়। কোথাও ঘৃণ্য গণহত্যার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে। এরা বর্ণবৈষম্য, ধর্মীয় বিভেদ, জাতীগত বিরোধ সৃষ্টি করে। নানা প্রতিকূল অর্থনৈতিক শর্ত চাপিয়ে দিয়ে, পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির জালে আবদ্ধ করে ও বিভিন্ন কলাকৌশলে তারা নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠন চালায়। বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যও তাদের জনপ্রিয় নেতা-নেত্রীদেরকে হত্যা করার চক্রান্তে এরা সক্রিয়ভাবে সামিল রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে তার মোড়ল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, দেশে দেশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে তুলে অস্ত্র ব্যবসায় বিপুল মুনাফা লুটে নেয়। এভাবে তারা বিশ্বকে একটি পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গোটা বিশ্বকে তার নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এই ঘৃণ্য দুশমনদের প্রতিহত করার জন্য এবং দেশে দেশে মানুষের স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি, শান্তি ও প্রগতির লক্ষ্যকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন বিশ্বব্যাপী প্রগতিশীল ছাত্র ও যুব সমাজের ঐক্য এবং নিপীড়িত ও মুক্তিকামী জাতিসমূহের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা। এই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথিবীর সকল দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছাত্র-জনতার সঙ্গে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন দ্ব্যর্থহীন সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশ করাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন (IUS), বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (WFDY), এশিয়ান স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন (ASA), এবং সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষত অনলাইন যোগাযোগের ভিত্তিতে নানা প্রগতিশীল ও বামধারার ছাত্র সংগঠনের দ্বারা গড়ে ওঠা International Students' Movement (ISM)-এর অন্যতম সদস্য বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন মনে করে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নয়া উপনিবেশিক শোষণ রুখে দাঁড়ানো, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধ-চক্রান্ত ও যুদ্ধের পাঁয়তারা বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা, পারমাণবিক অস্ত্রসহ সকল ধরনের অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান, পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন, রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করা, বৃহৎ শক্তিগুলোর সামরিক বাজেট হ্রাস করে দরিদ্র দেশসমূহের উন্নতির জন্য তার অংশ ব্যয়, সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোট ও ঘাঁটি উচ্ছেদ, দেশে দেশে অগণতান্ত্রিক বন্দীশালা উচ্ছেদ এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে মানবজাতির কল্যাণে প্রয়োগের জন্য বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী-প্রগতিশীল শক্তির সংগ্রাম জোরদার করতে হবে, জাতিতে জাতিতে মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রগতির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ছাত্র-জনতা এক হও

'ছাত্র-জনতা এক হও'- এই শ্লোগানকে এবং তার মর্মবাণীকে ছাত্র ইউনিয়ন সবসময় তার একটি প্রধান অঙ্গীকার হিসেবে গণ্য করে থাকে। প্রায় তিন কোটি কর্মক্ষম মানুষ বেকার। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টির মত প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো দেশের মানুষের স্বার্থের থেকে লুটপাট এবং ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়িতে ব্যস্ত। এবং যুদ্ধাপরাধীদের দল জামাত মৌলবাদ এবং দেশ বিরোধী কর্মকা- পরিচালিত করছে। ক্ষমতার জন্য সন্ত্রাস, খুন-ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দুর্নীতি, লুটপাট, শোষণ লুণ্ঠনের রাজনৈতিক কূটচাল ও ষড়যন্ত্রের খেলা পরিচালনা করে। ক্ষমতায় থাকার জন্যে এরা সাম্রাজ্যবাদীরা হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাচ্ছে। এরা আমাদের অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর বিশ্ব ব্যাংক, আই.এম.এফ ও ডব্লিউটিও'র হাতে তুলে দিয়েছে। যার ফলে আমাদের শিল্প-কৃষি ধ্বংস হচ্ছে। দিন দিন শিক্ষা-শিল্প-কৃষি-স্বাস্থ্যসহ সেবা খাতগুলো সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে।

লুটপাটকারী বিত্তবানদের নেতৃত্বে পরিচালিত রাজনৈতিক দলগুলো তাই নিজেদের শ্রেণিস্বার্থের রাজনীতিকে স্থূল একটি গ-ির মধ্যে আটকে রাখে, রাখতে চায়। যাতে কখনো সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলের লড়াই তীব্র ও শানিত না হয়। সব সময়ই যেন জনগণ এদের সৃষ্ট রাজনৈতিক চক্রে ঘুরপাক খেতে থাকে, সেটাই তারা নিশ্চিত করতে চায়। বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতারা বারবার মুক্তি স্বপ্ন দেখালেও মুক্তি আসেনি।

মুক্তি আসেনি কেন? কারণ ছাত্র-শ্রমিক-জনতা কখনো স্ব-স্বার্থ সচেতন হয়ে বৃহত্তর গণ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। ফলে বারবার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছে সাধারণ মানুষ কিন্তু নেতৃত্ব চলে গেছে মুষ্টিমেয় কিছু কোটিপতির কাছে, কোটিপতিদের অর্থ-মদদে ও ভাবাদর্শে পুষ্ট পুঁজিবাদী ধারার রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে। এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকসহ সর্বস্তরের বঞ্চিত-শোষিত মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এবং শ্রমজীবী মানুষের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আর একটি গণঅভ্যুত্থান তৈরি করতে হবে। যে গণঅভ্যুত্থান, সমাজ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজের-রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামো সম্পূর্ণ বদলে দেবে।

ছাত্র সমাজের মৌলিক স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেই ছাত্র ইউনিয়ন সবসময় দেশের মেহনতি মানুষ তথা আপামর জনগণের দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সক্রিয় সহযোগিতা করেছে। অভাব-অনটনে, দুঃখ-কষ্টে এবং তাদের আনন্দে-উৎসবে সবসময় জনতার পাশে থাকার জন্য সচেষ্ট থেকেছে। বন্যা, মহামারী, দুর্যোগে, দুর্ভিক্ষে ছাত্র ইউনিয়নের দক্ষ সেবা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সকলের কাছে দৃষ্টান্ত হিসেবে সব মানুষের প্রশংসা পেয়েছে। ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা সুযোগ পেলেই বিভিন্ন পন্থায় সবসময় ছুটে গেছে জনতার মাঝে তাদের সাথে একাত্ম হতে, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে, শিক্ষা দিতে।

সমাজতন্ত্রই মুক্তির পথ :

বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এখন পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ এক-আধ ডজন দেশ বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থান করে বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছে। অবশ্য সেসব দেশেও সমস্যার পাহাড় জমে উঠেছে এবং সাম্প্রতিক মহামন্দায় চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী নীতি অনুসরণকারী সিংহভাগ দেশের অবস্থান হলো প্রান্তস্থিত। তারা ধনী দেশগুলোর শোষণ-বঞ্চনার শিকার। এই দুই ধরনের দেশের মধ্যে বৈষম্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। মানুষকে বেকারত্ব, সামাজিক অনাচার, অনিশ্চয়তা, গ্লানিময়, শোষিত, নির্যাতিত, অবহেলিত জীবন যাপনে বাধ্য করে পুঁজিবাদ মানুষের সার্বিক মুক্তি তো দূরের কথা ন্যূনতম মানবিক অধিকারও নিশ্চিত করতে পারে নি। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রকে জনগণের শাসন ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করা হলেও প্রকৃত অর্থে তা মূলত ধনিক শ্রেণির স্বার্থে তৈরি একটি ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনিক শ্রেণি কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর, ক্ষেতমজুর, মেহনতিসহ সকল প্রকার শ্রেণিপেশার মানুষকে শোষণ করে। যেখানে সমষ্টির উৎপাদন সম্পদ ভোগ করে মুষ্টিমেয় ক্ষতিপয় ব্যক্তি। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যক্তি মালিকানার মাধ্যমে। এ ব্যবস্থায় চালু থাকে মুক্ত বাজার অর্থনীতি। এই অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হল ধনিক শ্রেণি। একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাদের হাতে থাকে তারাই ঐ রাষ্ট্রের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। এরা কারো শ্রমের মূল্য দেয় না। শ্রম শোষণের মাধ্যমে এরা টাকার পাহাড় গড়ে। জনগণের সম্পদ লুট করে। ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে।

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতা, অন্ধত্ব, কুসংস্কার, খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, বোমাবাজ, দুর্নীতি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের এটাই মূল বৈশিষ্ট্য। এ ব্যবস্থায় সবকিছুকে পণ্য হিসেবে দেখা হয়। এখানে যার এক কোটি টাকা আছে সে এক কোটি টাকার গণতন্ত্র পাবে। অন্যদিকে যার একশ টাকা আছে সে একশ টাকার গণতন্ত্র পাবে। এ ব্যবস্থায় যে উৎপাদন করে সে ভোগ করতে পারে না। ভোগ করে ধনিক শ্রেণি। এ ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা অনেক বেশি। যার কারণে উৎপাদক তার উৎপাদিত সম্পদের ন্যায্য মূল্য পায় না। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় কেউ না খেয়ে থাকলে অন্য কেউ তাকে দেখে না। কেউ শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন, চিকিৎসাহীন, বাসস্থানহীন থাকলে তাতে কারো কিছু যায় আসে না। এখানে মানুষ মানবতা-মনুষ্যত্বের চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে মানুষ দিন দিন নিঃস্ব হতে থাকে। শোষক আর শোষিত এই দুই বৈরি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে সমাজ। সমাজে শ্রেণি বৈষম্য ও শ্রেণি দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে। শোষণের স্বার্থে চালু করা হয় নানা প্রকারের আইন-কানুন-প্রথা, সংস্কৃতি, শিক্ষা শিল্প, বাণিজ্য ও সংঘ-সংস্থা ইত্যাদি। এভাবে রাষ্ট্র হয়ে উঠে শোষণের যন্ত্র। এই যন্ত্র শোষণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি পুঁজিবাদী দর্শন ও শোষণের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখে।

যে সমাজব্যবস্থায় একজন মানুষ সুখী, সুস্ত ও সুন্দরবাবে বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার পায়, যে সমাজব্যবস্থায় মানুষের উপর মানুষ শোষণ, নির্যাতন, অত্যাচার করে না সেই সমাজব্যবস্থার নামই সমাজতন্ত্র। অর্থাৎ যে সমাজ ব্যবস্থায় একটি শিশু জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথেই শোষণমুক্ত একটি উজ্জ্বল, সুস্থ, সুন্দর ও প্রাচুর্যময় ভবিষ্যতের অধিকারী হয় সে সমাজ ব্যবস্থাই হল সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল মানুষের উপর থেকে মানুষের শোষণের অবসান। সকল প্রকার শোষণ-বৈষম্য থেকে মানুষের মুক্তি। ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা। উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রেও সামাজিকীকরণ। যেখানে আর শ্রম শোষণ থাকবে না; থাকবে না বেকারত্ব, দারিদ্র্য, শিক্ষাহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, বাসস্থানের অভাব, চিকিৎসাহীনতা, অন্ধত্ব-কুসংস্কার, সন্ত্রাস, লুটপাট, দুর্নীতি বরং মানুষের মৌল মানবিক অধিকার নিশ্চিত করার পরও তার মেধা-মনন অনুসারে বিকশিত হওয়ার পথ থাকবে উন্মুক্ত। যেখানে মানুষ সত্যিকারভাবে জীবনকে উপলব্ধি করতে পারবে। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে মানুষ হিসেবে প্রতিস্থাপন করতে পারবে। সমাজ-রাষ্ট্রে কোথাও ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ-বৈষম্য থাকবে না। সাম্য সুন্দর সমাজ-রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমেই মানুষের মুক্তি। এর কোনো বিকল্প পথ নেই। এরকম একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই ছাত্র সমাজের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে। তাই ছাত্র ইউয়িন সমাজতন্ত্রকে মুক্তির পথ হিসেবে বিবেচনা করে সেই লক্ষ্যে ছাত্র সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করার প্রয়াস চালায়।

শিক্ষা বিষয়ে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

১। অসাম্প্রদায়িক গণমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক একই ধারার শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা।

২। শিক্ষাক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করা।

৩। ন্যায্যমূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা।

৪। শিক্ষাঙ্গনে সকল শিক্ষার্থীর পরিচয় পত্র প্রদান করা।

৫। সকল শিক্ষার্থীর জন্য হেলথ কার্ড বরাদ্দ করা।

৬। সকল প্রকার যানবাহনে ৫০% ছাত্র কনসেশন প্রদান করা।

৭। শিক্ষা ও চাকুরিসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর সমধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৮। জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ করা।

৯। শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্র ও সন্ত্রাসীদের কবল থেকে মুক্ত করা।

১০। পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষা শেষে কাজের নিশ্চয়তা দেয়া।

১১। নির্দিষ্ট স্বল্প সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য ছাত্র-শিক্ষক কর্মপ্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখা।

১২। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্রমান্বয়ে জাতীয়করণের মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকের আর্থিক সমস্যা সমাধান করা।

১৩। প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের প্রতিটি মানুষকে পর্যায়ক্রমে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষিত করে তোলা।

১৪। শিক্ষকের সংখ্যা ছাত্র অনুপাতে বাড়ানো।

১৫। দেশের সর্বত্র আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাস নির্মাণ করা এবং ছাত্রবাসসমূহে সরকারি সাবসিডি নিশ্চিত করা।
১৬। শিল্প, ললিত কলা, নাট্যকলা, সঙ্গীত ও চারুশিল্পের বিকাশের জন্য বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ানো।
১৭। সর্বস্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। মাধ্যমিক শ্রেণিতে মাতৃভাষার পাশাপাশি বিদেশি ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
১৮। অপরাপর জাতিসত্তার শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে স্বীয় মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করা।
১৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
২০। শিক্ষা জীবনের উপযুক্ত কোনো একটি স্তরে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
২১। মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি, গাফিলতি, অকর্মন্যতা ও দায়িত্বহীনতা কঠোর হস্তে দমন করা।
২২। সার্বিক শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করার বিষয়কে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা।

সংগঠনের নেতাকর্মীদের করণীয়

১। সকল নেতাকর্মীকে সংগঠনের নীতি ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। সংগঠনের গঠনতন্ত্র এবং ঘোষণাপত্র মেনে চলতে হবে।
২। সকল নেতাকর্মীকে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি পত্রিকা পড়া ও সংগঠনের তালিকাভুক্ত বইগুলো পড়তে হবে।
৩। শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের প্রয়াস থাকতে হবে।
৪। সকল নেতাকর্মীকে স্কুলসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।
৫। সংগঠন পরিচালনার স্বার্থে নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করতে হবে (ছাত্র চাঁদা, গণ চাঁদা, প্রাক্তন ও শুভানুধ্যায়ী হতে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, নিয়মিত প্রকাশনার মাধ্যমে তহবিল তৈরিতে যত্নবান হতে হবে)।
৬। সংগঠনের সকল স্তরে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।
৭। শিক্ষাক্ষেত্রে এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সমস্যার ভিত্তিতে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।
৮। যোগ্য নেতৃত্ব ও সাহসী ভূমিকা নিয়ে রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।
৯। প্রত্যেক নেতাকর্মীকে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও আলোচনা ভিত্তিতে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
১০। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠনের নেতাকর্মীদের রাজনৈতিক মান বৃদ্ধি করতে হবে।
১১। পাঠচক্র, নাটক, বিতর্ক, আবৃত্তি, বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তোলাসহ সৃজনশীল কর্মকা- অংশগ্রহণ করতে হবে।
১২। সাধারণ মানুষ বিশেষত মেহনতি মানুষের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা এবং শ্রমের প্রতি মর্যাদা থাকতে হবে।
১৩। নিজ নিজ দায়িত্ব তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

আহ্বান

ছাত্রসমাজের শিক্ষা জীবনের আশু ও দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের জন্য এবং দেশবাসীর সমস্যা-সঙ্কট দূর করার জন্য সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সামনে রেখে ছাত্রসমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করতে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায়, শিক্ষা জীবনের ছোট-বড় সমস্যা-সংকট নিরসনে, ছাত্রসমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে ছাত্র ইউনিয়ন তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছে। ছাত্রসমাজ যাদের সন্তান সেই আপামর দেশবাসীর জীবন-সংকট মোচনেও ছাত্র ইউনিয়ন দৃঢ় ও একাগ্র। প্রতিকূল এক বৈরি পরিবেশে তথাকথিত 'চলতি হাওয়ার' বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছাত্র ইউনিয়নকে অগ্রসর হতে হচ্ছে। কবির কথায়, 'দেশে আজ কৃষ্ণপক্ষ চলছে' এবং সে কারণেই এই ভয়ংকর সর্বগ্রাসী প্রতিকূলতা। কিন্তু 'কৃষ্ণপক্ষ' চিরস্থায়ী হবার নয়। অসময়ের অমানিশা কেটে সোনালি স্বপ্নের আলো আসবেই, এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন কাজ করে যাচ্ছে।

দীর্ঘ আন্দোলন ও আত্মদানের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ-ছাত্রসমাজ, বিশেষত বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী সংগ্রামের ধারায় দেশ ও জনগণের শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ছাত্রসমাজ ও

দেশবাসীর তীব্র আন্দোলনের সামনে কোনো প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিরোধী গোষ্ঠী টিকে থাকতে পারে না। অতীতের স্বৈরাচারী শাসক ও শোষকদের মতো সকল সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী, সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী মহল অবশ্যই পরাজিত হবে। সচেতন কর্মপ্রচেষ্টা, উদ্যম, দেশপ্রেম ও আত্মদান, মেধা ও শিক্ষার দ্বারা বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বিজয় ছিনিয়ে আনবেই। লাল লাল শহীদের আত্মদান, কোটি কোটি মানুষের যুগ যুগের লালিত স্বপ্ন বৃথা যেতে পারে না।

দেশের সব ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আজ ছাত্র ইউনিয়নের আহ্বান, আসুন আরেকবার ঘুরে দাঁড়াই। যে দেশমাতৃকা আমাদেরকে নিরন্তর স্তন্য দান করে চলেছে, যার সূর্যোদয় আমাকে ও তোমাকে ধরিত্রীর বহু বর্ণিল রূপ-বৈচিত্র্য উপভোগের অবারিত সুযোগ করে দিয়েছে সেই দেশ-মাতৃকাকে আবারো আলিঙ্গন করি গভীর মমতায়। সকল ষড়যন্ত্রী-ক্ষমতালিপ্সু-মৌলবাদী-কূপমু-ক-ভ- তপস্বীদের কবল থেকে রক্ষা করি, দেশকে গড়ে তুলি মানুষের বাসযোগ্য করে।

আসুন, বেজে উঠেছে সময়ের ঘড়ি। মেরুদ- সোজা করে একসাথে পা ফেলি। আসুন, ছাত্র ইউনিয়নের নীল পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হই, মানুষের জন্য লড়াই সংগ্রামের শানিত যোদ্ধা হই। জয় আমাদের হবেই।

শপথনামা

লাখো লাখো শহীদ যাঁরা ভাষা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজপ্রগতি, শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্যবাদ-সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ ও স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামে তাঁদের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ 'জীবন' কে উৎসর্গ করেছেন-তাঁদের রক্তের নামে আমরা শপথ গ্রহণ করছি যে, সেই সকল বীর শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যাবো।

আমরা শপথ গ্রহণ করছি যে, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল থেকে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র মেনে চলবো।

আমরা আরো শপথ গ্রহণ করছি যে, এদেশের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের মুক্তির সংগ্রামে প্রয়োজনবোধে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবো। শিক্ষা-গণতন্ত্র-সমাজপ্রগতির লড়াইকে এগিয়ে নেবো। শহীদের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়নে-

আমরা আমাদের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখবো
আমরা আমাদের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখবো
আমরা আমাদের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখবো

শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না
শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। জিন্দাবাদ।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সঙ্গীত

কথা : আখতার হুসেন
সুর : শেখ লুৎফর রহমান

আমরা তো ঐক্যের দৃঢ় বলে বলীয়ান
শোষণের কারাগার ভাঙবোই

শিক্ষার আলোকে প্রতি গৃহকোণকে
রাঙবোই আমরা তো রাঙবোই ।

হাতে হাত রাখো ভাই
দৃঢ়পণে জাগো ভাই
হাতে হাত রাখো ভাই
দৃঢ়পণে জাগো ভাই

আগে বাড়ো আগে আড়ো
দুর্জয় দৃঢ়তায় আর নয় দেরি নয়
আমাদের হবে জয়
এসে মিলি মুক্তির পতাকায় ॥

আমরা শান্তির দুর্বার সৈনিক
শুনি না তো আহ্বান ধ্বংসের
আমরা তো আমরণ প্রগতির পক্ষে
গড়বোই বিশ্বতো সাম্যের
হাতে হাত রাখো ভাই (...)

আমরা স্বদেশের দুর্জয় প্রহরী
স্বদেশের মাটি তাই গরীয়ান
আমাদের অবিরাম শ্রমে আর ফসলে
ফোটাবোই স্বদেশের মুখে গান
হাতে হাত রাখো ভাই (...)

আমরা তো মিলেছি পৃথিবীর লাঞ্ছিত
সংগ্রামী মানুষের কাফেলায়
যেখানেই মুক্তির সংগ্রাম সেখানেই
আমরা তো মিলি লৌহ দৃঢ়তায়
হাতে হাত রাখো ভাই (...) ॥